আগামী ১৮ই জুন,
রবিবার ২০২৩
বেঙ্গল
অ্যাসোসিয়েশন
দিল্লির
বার্ষিক সাধারণ
সভা

স্থান ঃ
মুক্তধারা
প্রেক্ষাগৃহ
বঙ্গসংস্কৃতি ভবন
গোল মার্কেট
সময়
বেলা ১১ টা

অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ

An Online News Bulletin for Preservation and Promotion of Bengali Language and Culture. An initiative of the Bengal Association, Delhi

Date of publishing -5th June '2023

অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ-২৬৪

ASSOCIATION SAMBAD

June - 2023 Volume 24 No. 7

If undelivered please return to
Bengal Association, Banga Sanskriti Bhawan,
18-19, Bhai Veer Singh Marg,
Gole Market, New Delhi - 110001Tel. 23344808
E.mail : bengalassociation1819@gmail.com

www.bengalassociation.com

জুন ২০২৩

সম্পাদকের কলমে

রঙ যেন মোর মর্মে লাগে, আমার সকল কর্মে লাগে
সন্ধ্যাদীপের আগায় লাগে, গভীর রাতের জাগায় লাগে।।

পঞ্চকবির অন্যতম স্তম্ভ, অতুল প্রসাদ সেনের লেখনীতে "মোদের গরব মোদের আশা, আমরি বাংলা ভাষা" কর্ণকুহরে যতই সুধারস ঢালুক না কেন, আপামর বাঙালির হৃদয়াসনে রবীন্দ্র নজরুল প্রতিভার বিচ্ছুরণ, বাঙালি সংস্কৃতি কৃষ্টিকে অসামান্য মর্যাদা এবং অমরত্ব এনে দিয়েছে। সংস্কৃতি মনস্ক বাঙালির চেতনায় নজরুল আর জীবনদেবতা রবিঠাকুর, অন্তঃসলিলা নদীর মতো শিরায় শিরায় চিরবহমান, সভ্যতার সঙ্কট যতই আসুন না কেনো। ফেলে আসা অতীতে ছাত্রাবস্থা থেকেই দেখেছি, ফি বছর নববর্ষের আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান শেষে, অন্যতম সেরা আকর্ষণ হিসাবে ২৫শে বৈশাখ এবং ১১ই জ্যৈষ্ঠ, এই দু'টি দিনের বিশেষ প্রস্তুতি নেওয়ার পালা। গ্রাম গঞ্জ থেকে শুরু করে শহরের প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে, পাড়ায় ক্লাবে বেশ ভক্তিপূর্ণ মর্য্যাদায়, পালিত হতো রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী। সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের এক উম্মাদনা ছিল সেই যাপনে। অতি সাধারণ গোছের একটা হারমোনিয়াম আর তবলার সঙ্গতে, বহু উৎসাহী আবালবৃদ্ধবনিতা প্রাণের ঠাকুরকে ভালোবেসে, গেয়ে উঠতেন মনের আনন্দে। তখনকার দিনে, বাবা মায়ের একান্ত উৎসাহে, পাড়ার কচিকাঁচারা আধো আধো উচ্চারণে আবৃত্তি করতো, এই দুই মনীষীর কবিতা। প্রবাসে রাজধানীর বুকে, সন্তানের প্রতি বাবা মায়ের এই উৎসাহ আর দেখি না। কোথায় যে হারিয়ে গেলো সোনালী সেই দিনগুলো, কষ্ট হয়, বড় কষ্ট হয়।

তবুও ছায়া ছায়া দিনের স্মৃতি, উজান বেয়ে মন ছুঁলে অনুভব করি, নিখাদ ভালোবাসার অতুলনীয় বহিঃপ্রকাশে, আমরা কবিগুরুকে যে আঙ্গিকে পেয়েছি, প্রেম-বিবাহ-বেদনা ও সাম্যের কবি নজরুলের সৃষ্টিশীল কাজের সঠিক সম্মান এবং মূল্যায়ন আজও বোধহয় সেভাবে দেখিনি। অথচ সুরের মতো অধরাকেও কথার মাধুর্যে বেঁধে উৎসব যাপনে, দুজনের অবদান কোনো অংশেই কম নয়। কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন, এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নেই" এবং তাই ভাবতে ভালো লাগে, হয়তো আগামী প্রজন্ম নিশ্চয়ই জাতীয় কবির অসামান্য সৃষ্টিকে, সঠিক মর্যাদা রক্ষার ব্রতী হবেন। হয়তো একদিন আসবেই সেই সুদিন। অপেক্ষা শুধু সময়ের।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন নিজস্ব সংবাদ

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত কবিপক্ষের প্রভাতী অনুষ্ঠান গত ৭ই মে, রবিবার নিউ দিল্লির মান্ডিহাউস সংলগ্ন রবীন্দ্রভবনে, মহা সমারোহে পালিত হয়েছে। আমাদের ঐতিহ্যবাহী প্রথা হিসাবে বিশ্বকবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী দেবার মানসে, সমবেত কণ্ঠে 'হে নূতন দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ' গানের মধ্যে দিয়ে শুভসূচনা হয়েছিল কবিপ্রণামের অনুষ্ঠান। দিল্লির বাংলা বিদ্যালয়গুলির প্রায় দেড়শো ছাত্রছাত্রী এবং দিল্লি ও সন্নিহিত অঞ্চলের রবীন্দ্রানুরাগী, সঙ্গীত শিল্পী ও বহু গুণীজনের সমন্বয়ে গান, কবিতা, পাঠ, নাট্যাংশ এবং নৃত্য নিবেদনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান, উদ্বোধন থেকে সমাপ্তির পথে সুষ্ঠভাবে এগিয়ে গৌরবান্বিত হয়ে উঠেছিল।

এবারের কবিপ্রণাম অনুষ্ঠান, যতটা সম্ভব সুপরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন করার প্রয়াসে, যোগদানকারী সকল শিল্পীকে জানাই অজস্র ধন্যবাদ। এই সমগ্র উদ্যোগকে সুসম্পন্ন করার জন্য, রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল, তার প্রত্যেক সদস্যকে তাদের সহযোগ এবং কাজের প্রতি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার স্বীকৃতি স্বরূপ, বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানানো হলো, কারণ এনাদের সাহায্য ব্যতীত, এই সুবিশাল আয়োজন সুসম্পন্ন করা সম্ভবপর ছিল না।

এবারের আয়োজনে, কবির সুনির্বাচিত প্রতিকৃতি, দৃষ্টিনন্দন মঞ্চসজ্জা, যন্ত্রানুসঙ্গ, আগত দর্শকবৃন্দের তথা প্রবীণ প্রবীণাদের পর্যাপ্ত বসার ব্যবস্থা ছাড়াও বন্দোবস্ত করা হয়েছিল, লোভনীয় সুখাদ্যের সম্ভারের। এছাড়া দিগঙ্গনের পুস্তকবিপনীতে সহজলোভ্য ছিল, কবির প্রায় সবধরণের বই, ছবি ও সঙ্গে ছিল সদ্য উন্মোচিত দিগঙ্গন বৈশাখ সংখ্যা (এই সংখ্যার উন্মোচন কবিপ্রণামের মাঝে, রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণেই হয়)।

এবছর প্রথমবার, অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য অংশগ্রহণকারী সকলকে একটি করে শংসাপত্র প্রদান করা হয়। আমাদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে রাজধানী দিল্লির অন্যান্য কয়েকটি গোষ্ঠীও এবছরে তাঁদের আয়োজিত অনুষ্ঠানে, সকল অংশগ্রহণকারীদের শংসাপত্র দিয়েছেন। এই বিশেষ উদ্যোগ, আগামীদিনে নতুন প্রজন্মকে আরও উৎসাহিত করবে, এ ব্যাপারে আমরা আশাবাদী। নৃত্যে, গানে, কবিতার অর্ঘ্যে এবারের রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়, 'ওই মহামানব আসে' গানটির মধ্যে দিয়ে।

দীর্ঘ কয়েকমাস ধরে বহমান, আমাদের বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিটি উৎসবকে কেন্দ্র করে, আমাদের অফিস কর্মীবৃন্দ অফিসের যাবতীয় কাজ, অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে সুষ্ঠভাবে সামলেছেন। যে কোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যরত সদস্যগণ হলেন স্তম্ভ স্বরূপ। এনাদের অবদান কোনোভাবেই অস্বীকার করা সম্ভব নয়। এনাদের পরিশ্রমের স্বীকৃতি দিতে, গত ২৩শে মে, আমাদের কার্যসমিতির সদস্যদের উপস্থিতিতে, আমরা আমাদের অফিসকর্মীবৃন্দকে সম্মানিত করার সুযোগ পেয়েছি। প্রতিটি অফিস কর্মীকে সম্মান প্রদান করার সাথে, সকলে মিলে আহারাদির ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

রাজধানী এবং সন্নিহিত অঞ্চলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উৎসবে, উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে বাংলা বইয়ের সম্ভার নিয়ে স্টল করার আমন্ত্রণ পেয়ে আমরা আপ্লুত। বিভিন্ন জায়গায় অর্থাৎ ময়ূর বিহার, নয়ডা, গুরুগ্রাম ইত্যাদি নানা জায়গার অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে, আমাদের মুক্তধারা বুক শপের সম্ভার নিয়ে, দিগঙ্গন পত্রিকার স্টলে, আমরা বিপুল সাড়া পেয়েছি। প্রবাসে মাতৃভাষাকে এইভাবে বাঁচিয়ে রাখতে, রাজধানী শহরের পুস্তক প্রেমী ব্যক্তিদের এই অভূতপূর্ব সাড়া পেয়ে, আমরা খুবই খুশি। বাংলা বই কিনুন, বাংলা বই পড়ুন, বাংলা বই উপহার দিন।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের আগামী অনুষ্ঠান

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের একজন শুভানুধ্যায়ী ও সাহিত্য বিভাগের সদস্যা স্বর্গীয়া কুমুদির স্মরণে আগামী ৪ঠা জুন রবিবার মুক্তধারা কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ডঃ জয়ন্তী অধিকারী স্মারক বক্তৃতা। বিষয়ঃ প্রাত্যহিক জীবনে জ্যোতিষ ও বিজ্ঞান - একটি পর্যালোচনা। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ ডঃ বিমান বসু। উৎসাহী ব্যক্তিদের প্রবেশ অবাধের মাধ্যমে সাদর আমন্ত্রণ রইলো।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন দিল্লির সকল সদস্যদের জানানো হচ্ছে, আগামী ১৮ই জুন, ২০২৩, রবিবার, বেলা ১১টায়, মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে অ্যাসোসিয়েশন-এর বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। আমাদের অফিস কর্মীবৃন্দ, অক্লান্ত পরিশ্রমে সকল সদস্যদের কাছে ডাকযোগে নোটিশ পাঠানোর উদ্যোগ শুরু করে দিয়েছেন। কয়েকদিনের মধ্যে সকল সদস্যগণ, তাঁদের বাড়ির ঠিকানায় এই নোটিশ সম্বলিত চিঠি পেয়ে যাবেন। সুদীর্ঘ এই সময়ে, বহু পুরানো সদস্যদের যোগাযোগের নাম্বার এবং ঠিকানা পরিবর্তিত হওয়ায়, আমরা এই মূহুর্তে, আপনাদের কাছে ইচ্ছে

থাকলেও, নোটিশ পৌঁছে দিতে অক্ষম। তাঁদের সকলকে বিনীত অনুরোধ, তাঁরা যেন অবশ্যই, মুক্তধারা অফিসে যোগাযোগ করে, এই বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ সংগ্রহ করে নেন। উক্তদিনে আপনাদের সকলের উজ্জ্বল উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

রাজধানী দিল্লির রিনি মুখার্জি ফাউন্ডেশন এবং দিল্লির বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে, আগামী ১৮ই জুন লোধি রোডের ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে বিকেল পাঁচটা থেকে "আনন্দধারা" শীর্ষক একটি প্রাণবন্ত সঙ্গীত সন্ধ্যার আয়োজন করতে চলেছি। সেদিনের অনুষ্ঠানে শুরুতে "লে রিদম" গ্রুপের তারকাদের দুর্দান্ত নৃত্য পরিবেশনের পাশাপাশি, কলকাতার অসামান্য গায়ক গায়িকাদের উজ্জ্বল উপস্থিতিও থাকছে। বিশিষ্ট গায়িকা শ্রীমতী সোহিনী রায় চৌধুরীর সাথে হারমোনিয়াম সঙ্গতে থাকবেন শ্রীমতী পারমিতা মুখার্জী এবং তবলা সঙ্গতে থাকবেন শ্রী অভিষেক মিশ্র। এরপর সঙ্গীত পরিবেশন করবেন, জনপ্রিয় শিল্পী শ্রীমতী সিসপিয়া ব্যানার্জী এবং শ্রী অরিত্র দাশগুপ্ত। প্রেক্ষাগৃহে দর্শক ধারণক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে "আগে এলে আগে বসতে পাবেন" এই ভিত্তিতে প্রবেশের সুযোগ থাকছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানের শুরুতে সকলের জন্যই চা-কফির সাথে স্ন্যাকসের বন্দোবস্ত থাকবে। আগ্রহী সংস্কৃতিপ্রেমী ব্যক্তিদের, আমাদের ফেসবুক পেজে বিস্তারিত অনুসন্ধানের জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

রাজধানী শহরের প্রতিটি সংস্কৃতি প্রেমী মানুষদের জন্য একটি অত্যন্ত সুখবর। দিল্লির বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, আগামী সেপ্টেম্বর মাসে, এই প্রথমবার দু'দিন ব্যাপী একটি আর্ন্তজাতিক অণুছবি চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করার পরিকল্পনা নিয়েছে। অণুছবি অর্থাৎ শর্ট ফিল্ম নিয়ে যাঁরা চিন্তা ভাবনা করেন, তাঁদের শৈল্পিক প্রতিভা অন্বেষণে এবং সমাজের প্রতিবিম্ব হিসাবে তাঁদের কাজকে উৎসাহ দান করতেই আমাদের এই বিশেষ উদ্যোগ। বিস্তারিত তথ্য কয়েকদিনের মধ্যেই জানানো হবে। উৎসাহী ব্যক্তিগণ আমাদের ওয়েবসাইট এবং ফেসবুক পেজে চোখ রাখুন।

আনন্দ সংবাদ

সম্প্রতি ভারতবর্ষের নবনির্মিত সংসদ ভবনের উদ্বোধন করেছেন আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী সম্মানীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদী। একাধিক বাঙালি গুণী শিল্পীর সুদক্ষ কারুকার্যে নতুন এই সংসদ ভবন সেজে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের ছোট্ট শহর মহিষাদল রাজ হাইস্কুলের প্রাক্তনী, খড়্গপুর আইআইটি'র আর্কিটেক্ট কমিউনিকেশনের প্রাক্তন শিক্ষক, অধুনা

দিল্লিবাসী শ্রী গৌরমোহন পাহাড়ি, সংসদ ভবনের দেওয়ালের অন্দর সজ্জার দায়িত্বে ছিলেন। সাথে ছিলেন ওনার সুযোগ্য দুই সঙ্গী নীলকমল আদক এবং দাউদ ইকবাল। এনাদের তত্ত্বাবধানে কলকাতা আর্ট কলেজের ছাত্রদের হাতের ছোঁয়ায় কলা, শিল্প, স্থাপত্য নামে এই তিন 'ইন্ডিয়া গ্যালারি'র দুই দেওয়ালে ভারতীয় সংস্কৃতির নানা কারুকার্য গোটা বিশ্ববাসীর কাছে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। বাঙালি হিসাবে আমরা গর্বিত বোধ করছি।

গত ১৮ই মে, দিল্লির ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে, রেলওয়ে বোর্ডের প্রাক্তন সচিব বিনু মাথুর লিখিত 'ইন্ডিয়ান রেলওয়ে বিল্ডিংস' পুস্তক বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে আমাদের কার্যকরী সমিতির সদস্য ডঃ সুমন্ত ভৌমিক সভাপতিত্ব করেন। ডঃ ভৌমিক ইতিপূর্বে 'দ্য প্রিন্সলি প্যালেসেস্ ইন নিউ দিল্লি' নামক একটি বই লিখে সুনাম অর্জন করেছেন। ইতিমধ্যে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবন মিউজিয়াম সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভায়, নতুন দিল্লি বিষয়ে তাঁর গবেষণা নিয়ে নানা বক্তব্য রেখেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ওনার লেখা 'প্রিন্সলি প্যালেসেস ইন নিউ দিল্লি' বইটির অনেক বিবরণ, সম্প্রতি কাপুরথালা হাউসে পরিণীতি চোপড়া-রাঘব চাড্ডার এনগেজমেন্ট পার্টির একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। দিল্লির রাজপ্রাসাদ নিয়ে সঙ্কলিত একটি নিবন্ধে, ওনার লিখিত বই থেকে নেওয়া অন্যান্য রাজপ্রাসাদের বিবরণও রয়েছে। বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে ডঃ সুমন্ত ভৌমিককে অসংখ্য শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানানো হলো।

বিশেষ সংবাদ

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহধন্য বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ স্মরণে এবং এর বৈশ্বিক সাংস্কৃতিক তাৎপর্য উদযাপন করতে, কলকাতার সঙ্গীত ভারতী মুক্তধারার অধ্যক্ষ শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবের বিশেষ উদ্যোগে, আগামী ১৮ই জুন, কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে "হাজার কণ্ঠে সম্মেলক রবীন্দ্রসঙ্গীত" এই অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের সাক্ষী হতে চলেছেন অসংখ্য রবীন্দ্রপ্রেমী মানুষ। ভারতবর্ষের ১৩টি রাজ্য থেকে এক হাজার সঙ্গীত শিল্পী একত্রিত হয়ে, সম্মিলিত কণ্ঠে প্রকৃতি পর্যায়ের ৩০টি গান গাইবেন। সাথে থাকবে আবৃত্তি পাঠ। এর আগে 'হাজার কণ্ঠে রবীন্দ্র গান' কলকাতায় তিনবার এবং ২০১৬ সালে দিল্লিতে আর্ট অফ লিভিং সংস্থা দ্বারা আয়োজিত বিশ্বসংস্কৃতি উৎসবে মাত্র একবার মঞ্চস্থ করেছিল। রাজধানী দিল্লির বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী মহুয়া ঘোষের নেতৃত্বে গুরুগ্রাম,

ফরিদাবাদ এবং দিল্লির প্রায় ২৭জন সঙ্গীত শিল্পী কলকাতায় এই মহাযজ্ঞে অংশ নিতে যাচ্ছেন। বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে দিল্লি এবং সন্নিহিত অঞ্চলের সকল অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের, আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা রইলো।

ইন্দিরাপুরমের প্রান্তিক কালচারাল সোসাইটি, একটি জনপ্রিয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে, বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সামগ্রিক সাংস্কৃতিক উন্নয়নে তাদের সদস্যদের তথা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের সহায়তা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রেসিডেন্ট শ্রী নীলাদ্রী দেব চৌধুরী জানিয়েছেন, গত বছর ওনারা একটি "নাটকের কর্মশালা" আয়োজন করেছিলেন এবং নির্দেশক নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে, গত ২৮শে মে রবিবার, প্রান্তিক প্রাঙ্গনে সারাদিনব্যাপী একটি সঙ্গীত কর্মশালার আয়োজন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচালনার ভার সামলেছেন, রাজধানী শহরের বিশিষ্ট গায়ক শ্রী মিহির বসু এবং বিশাখা বসু। এই কর্মশালাতে তাল, নোটস, রাগ ইত্যাদি বিষয়সহ গান গাওয়ার পারফরম্যান্সের মৌলিক প্রযুক্তিগত বিষয়ে আরও বেশি ফোকাস করা হয়েছিল। এছাড়া মাইক্রোফোনের যথাযথ ব্যবহার, কর্ড বেসিক, স্কেল বেসিকস, অন-স্টেজ মিউজিশিয়ানদের সাথে সমন্বয়, অডিও মিক্সিং, ভয়েস থ্রো করার কৌশল, বেসিক রেকর্ডিং, শ্রোতাদের সাথে মিথস্ক্রিয়া ইত্যাদিও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে হাতে কলমে শেখানো হয়।

আগামী ৫ই জুন থেকে ১৯শে জুন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রেসিডেন্ট কমিশনারের উদ্যোগে, জনপথের হ্যান্ডলুম হাটে, সুবিখ্যাত আম উৎসব (Mango Festival) এবং হস্তশিল্প মেলা শুরু হতে চলেছে। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায়, বিশিষ্ট শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ১১ই জুন সন্ধ্যায় কলকাতার সুবিখ্যাত হরেকৃষ্ণ হালদার এবং সহশিল্পীবৃন্দের শ্রীখোল সংকীর্তন অনুষ্ঠান শেষে, রাজধানীর দিল্লির সুপরিচিত লে রিদম প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা, বিশেষ নৃত্যানুষ্ঠান "শ্রদ্ধাঞ্জলি" প্রস্তুত করবেন। আগামী ১৮ই জুন সন্ধ্যায়, স্মিতা চক্রবর্তীর নির্দেশনায়, দিল্লির শিঞ্জন নৃত্যবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বাংলার লোকনৃত্য পরিবেশন করবেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে থাকবেন কলকাতার বিখ্যাত সুফি ফিউশন ব্যান্ড।

গত ১৪ই মে, দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কের কালীমন্দির স্থিত প্রভাতী মিলন তীর্থ তথা মর্ণিং ক্লাব সম্প্রতি রুবি জয়ন্তী পালন করেছেন। এই উপলক্ষ্যে বার্ষিক পত্রিকা 'প্রভাতী'র রুবি জয়ন্তী তথা চল্লিশতম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। স্বর্গীয় অমল বসাক, এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা নিজ হস্তলিপিতে প্রকাশ করেছিলেন। গত চার দশক ধরে স্থানীয় প্রবীণেরা, জীবনসায়াহ্নে জীবনপ্রভাতের উদ্দাম ও সৃজনশীলতা দেখিয়ে আসছেন, এ আমাদের বিরাট প্রাপ্তি। প্রবীণ সদস্যগণ এই সংগঠনের

মাধ্যমে সমাজকে অনেকভাবে বার্তা দিয়ে আসছেন। অতীতে এঁদের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বর্গীয় ডাঃ সুধাংসুবিমল দাশ, রাষ্ট্রপতি ভবনে বিশেষ সংবর্ধনা সমারোহে আমন্ত্রিত ছিলেন। স্বর্গীয় কৃষ্ণ কুমার ভট্টাচার্য একশো বছর বয়সেও অনর্গল সংস্কৃত শ্লোক, ভক্তিগীতি ও রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করে সবাইকে মুগ্ধ করেছেন। তিনিও ভারত সরকার দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন। মর্ণিং ক্লাব, ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম এবং হেল্প এজ ইন্ডিয়ার প্রশংসা পেয়েছে। মর্ণিং ক্লাবের মত এক্সপেরিমেন্ট দেশে-বিদেশে অন্য কোথাও আছে কিনা জানা নেই। কোভিড মহামারি কালে এই প্রবীণ সদস্যগণ প্রতিদিন বাড়িতে বসে, ভার্চুয়াল মর্ণিং ক্লাবের মাধ্যমে, নিজেদের মধ্যে, স্তোত্রপাঠ, সংগীত, আলাপচারিতা ইত্যাদি নিয়মিতরূপে চালিয়ে গেছেন। জীবন মধ্যাহ্নে কর্মব্যস্ততার মাঝে, এঁনাদের সবার মধ্যে যে সাহিত্য সৃষ্টি, সংগীত ইত্যাদি প্রতিভা সুপ্ত অবস্থায় ছিল, জীবনসায়াহ্নে এসে এই মর্ণিং ক্লাব, এই প্রতিভা সুষ্ঠভাবে চরিতার্থ করার সুযোগ করে দিলো। এটাই হলো এই মর্ণিং ক্লাব তথা প্রভাতী মিলন তীর্থের মূল মন্ত্র।

দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কের অধীনস্থ সংস্থা SIGN অর্থাৎ সোশ্যাল ইনিশিয়েটিভ ফর গ্রীন নেইবারহুড এবং GCI অর্থাৎ গ্রীন কমিউনিটি ইনিশিয়েটিভ, যৌথভাবে এই এলাকার বরিষ্ঠ নাগরিক, শিশু এবং সাধারণ মানুষের কথা ভেবে, বেদ শান্তি মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, কিছু গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে সক্রিয় হয়েছেন। চিত্তরঞ্জন পার্ক অঞ্চলকে গ্রীন, ক্লিন এবং নিরাপদ রাখতে বয়স্ক মানুষ থেকে শুরু করে সমস্ত শিশুদের সচেতন করা এবং স্কিল ট্রেনিং দেওয়াই এনাদের একমাত্র লক্ষ্য। সমাজের সকল অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে পূর্ণ সহযোগিতা আহ্বান করেছেন এই সামাজিক সংস্থাটি।

রাজধানী এবং সন্নিহিত অঞ্চলের সাংস্কৃতিক সংবাদ

গত ৬ই মে সন্ধ্যায়, গুরুগ্রামের ডিএলএফ ২৮ সেক্টরের, ডিসিডিপি বেঙ্গলি কালচারাল সোসাইটির উদ্যোগে রবীন্দ্র জয়ন্তী এবং পয়লা বৈশাখ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা হয়েছে। বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী মহুয়া ঘোষের নেতৃত্বে, ডিসিডিপি সংস্থার সহশিল্পীবৃন্দ উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এরপর বাউল গান পরিবেশন করেন শম্ভুনাথ সরকার। আমন্ত্রিত শিল্পীদের দ্বারা কবিতা পাঠ, বাংলা লোকগান সহ বিভিন্ন আঙ্গিকের গান পরিবেশন করা হয়েছিল। সেদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে ছিল, লোভনীয় বাঙালি সুস্বাদু খাবারের স্টল নিয়ে খাদ্য উৎসব।

২৫শে বৈশাখ দিনটি বাঙালির জীবনে একটি আলোকময় দিন। আমাদের প্রাণের ঠাকুর, আমাদের শেষ আশ্রয়, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন। বৈশাখ মাস অর্থাৎ রবিমাস! তাই গোটা মাসজুড়েই চলে রবি-বন্দনা। একথা মনে রেখেই মাতৃমন্দির সমিতি এবং সপ্তকের যৌথ উদ্যোগে মাতৃমন্দির প্রাঙ্গণে, "আজ মম জন্মদিন" শিরোনামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 'রবি প্রণাম!" দিল্লি এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহু সঙ্গীত গোষ্ঠী, দিল্লির প্রথিতযশা আবৃত্তি শিল্পী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গতে ছিলেন বিশিষ্ট যন্ত্রশিল্পীরা। প্রায় একশত শিল্পীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি একটি সুচারু রূপ ধারণ করেছিল।

গত ১৩ই মে সন্ধ্যায়, ইন্দিরাপুরমের প্রান্তিক কালচারাল সোসাইটির উদ্যোগে, প্রতি বছরের ন্যায় এবছরের বর্ষবরণ এবং রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী উদযাপন করা হয়েছে। সারা বছরের অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে, "দুর্গা আবাহন"কে বাদ দিলে, একমাত্র এই অনুষ্ঠানটি, প্রান্তিক গোষ্ঠীর সেরা অনুষ্ঠান হিসাবে সুপরিচিত।

গত ১৩ই মে, দক্ষিণ দিল্লি কালীবাড়ির রানী রাসমণি হলে, "কলমের সাত রঙ" সাহিত্য গোষ্ঠীর "নববর্ষ সংখ্যা" পত্রিকার আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রী জয়ন্ত ঘোষাল, কলমের সাত রঙ সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক, শ্রী কালীপদ চক্রবর্ত্তী, প্রধান উপদেষ্টা, শ্রী দীনেশ চন্দ্র দাস, সভাপতি, ডঃ তুষার রায়, সহ-সম্পাদক শ্রী অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি, কর্ণেল (ডঃ) প্রণব কুমার দত্ত, নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য ও নন্দিতা সাহা, এবং দিল্লি তথা এন সি আর - এর অন্যান্য পত্র - পত্রিকার সম্পাদক ও লেখক, লেখিকা ও সাহিত্য অনুরাগীরা। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিল্লী কালীবাড়ির সাধারণ সম্পাদক শ্রী সুব্রত দাশ সহ রাজধানী দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তের বহু সাহিত্য অনুরাগীরা। অনুষ্ঠানে কলমের সাত রঙ পত্রিকাটির আবরণ উন্মোচন করেন, শ্রী জয়ন্ত ঘোষাল এবং শ্রী সুব্রত দাস মহাশয়। অনুষ্ঠানটি সাহিত্যানুরাগীদের উপস্থিতিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। অনুষ্ঠানের শেষে মিষ্টিমুখের ব্যবস্থাও ছিল।

গত ১৩ই মে, সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়, দিল্লির লোধি রোড সংলগ্ন ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে, ইমপ্রেসারিও ইন্ডিয়া এবং প্রভাস কল্যাণী প্রীতি ট্রাস্ট-এর যৌথ উদ্যোগে, রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপনের অঙ্গ হিসাবে, সঙ্গীত পরিবেশন করেন কলকাতার বিশিষ্ট রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী অদিতি গুপ্ত। কবিগুরুর শেষের কবিতা অবলম্বনে "লাবণ্যের ডাইরি" শীর্ষক অনুষ্ঠানে শিল্পী তাঁর অগণিত শ্রোতাবৃন্দকে দৃঢ় অথচ দীপ্ত কণ্ঠস্বর এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের (দক্ষিণী ঘরানার) ব্যাখ্যা সম্বলিত আখ্যানে সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ

করে তোলেন। নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর হিসাবে, কবিতা এবং গদ্যের অসাধারণ মেল বন্ধনে, আধুনিক যুগের ছলনা-বহির্ভূত পরীক্ষা-নিরীক্ষার অপবিত্র আচ্ছন্নতায় তিনি শ্রোতাদের হৃদয়ে একটি বিশেষ স্থান আদায় করে নেন। মহান কবির জন্মবার্ষিকীতে এই অপূর্ব শ্রদ্ধাঞ্জলির আয়োজন করার জন্য উদ্যোক্তাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানানো হলো।

গত ১৩ই মে সন্ধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মেমোরিয়াল সোসাইটির উদ্যোগে, দিল্লির বাবা আলাউদ্দিন খান মিউজিক ফাউন্ডেশন, চিত্তরঞ্জন ভবনে, গুরু পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্যের ৯৭তম জন্মবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে, একটি সান্ধ্যকালীন আসরের আয়োজন করেছিল। সেদিনের অনুষ্ঠানে শিশু কণ্ঠশিল্পী মিস ইরা, ভায়োলিন বাদনে শুভম সরকার এবং একক তবলা বাদনে শ্রী পরিতোষ যশবর্ধন উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করেন। এছাড়াও সমগ্র অনুষ্ঠানে তবলা সঙ্গতে ছিলেন পণ্ডিত প্রদীপ কুমার সরকার।

গত ১৪ই মে, পূর্বাঞ্চল বঙ্গীয় সমিতির উদ্যোগে, ময়ূরবিহার ফেজ ১ কালীবাড়িতে, রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রভাতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাজধানী দিল্লি এবং সন্নিহিত অঞ্চলের প্রায় ৭০জন শিল্পী বিভিন্ন আঙ্গিকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলেন। সাধারণ সম্পাদক মৃণাল কান্তি দাস জানিয়েছেন, সেদিনের প্রভাতী অনুষ্ঠানে, দৃষ্টি বাধিত শিল্পী দীনা মোহন্ত অসাধারণ গান পরিবেশন করে উপস্থিত সকল দর্শককে মুগ্ধ করেন।

গত ১৪ই মে, সন্ধ্যায়, দিলশাদ গার্ডেন সার্বজনীন পূজা পরিষদের উদ্যোগে, রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠান পালন করা হয়। সমবেত কণ্ঠে, "ওই মহামানব আসে" গানের মধ্যে দিয়ে শুভসূচনা হয়। এরপর শ্রীমতী চম্পা চ্যাটার্জী, স্থানীয় বাঙালি এবং অবাঙালি ছাত্রীদের নিয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। শ্রীমতী অঞ্জনা মিত্রের কবিতা পাঠের পর অঙ্কিতা দত্ত, পারমিতা দত্ত, ঋতিকা, রুচিকা চ্যাটার্জী এবং মৌমিতা তালুকদার সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ছন্দবাণী গোষ্ঠীর গান পরিবেশনের পর সেদিনের সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

গত ১৪ই মে, রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে গ্রেটার নয়ডা উত্তর প্রদেশের প্রবাসী বাঙালিরা একত্রে একটি আলোময় নতুন ভোরের সূচনা করলেন। অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে, গ্রেটার নয়ডাবাসীরা প্রভাতফেরিতে অংশ নেওয়ার পর, আল্‌ফা-১-এর অশোক বাটিকাতে মুক্ত আকাশের নিচে আনন্দময় প্রভাতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন।

গান, ছোট্ট শিশুদের নাচ, কবিতা পাঠ ইত্যাদির সমন্বয়ে এক টুকরো শান্তিনিকেতনের ছোঁয়ায় যেন আকাশে বাতাসে স্নিগ্ধ ভালোলাগার অনুভূতি ছড়িয়ে পড়েছিল। সংস্কৃতি প্রেমীদের কথা মাথায় রেখে, এত সুন্দর একটি সকাল উপহার দেওয়ার জন্য আয়োজককে বিশেষ প্রশংসা এবং ধন্যবাদ জানান, স্থানীয় অধিবাসী বৃন্দ।

গত ২০শে মে শনিবার সন্ধ্যায়, দিল্লির কালকাজী এলাকার ডিডিএ ফ্ল্যাটস বাসিন্দাদের উদ্যোগে, গ্যাস স্টেশন পার্কের পূজা মাঠে, এই প্রথমবার রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে বাচ্ছাদের জন্য অঙ্কন প্রতিযোগিতা হয়। তারপর সমস্ত দর্শকের জন্য ক্যুইজ প্রতিযোগিতা রাখা হয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা পরিবেশন করেন "মহারাজ একি সাজে" শীর্ষক একটি অনুষ্ঠান। এছাড়া রাজধানী শহরের অনেক গুণী শিল্পী এই সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে অংশ নেন। সাহস করে এই প্রথমবার আয়োজনে উপস্থিত দর্শক এবং সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের অপ্রতিরোধ্য প্রতিক্রিয়া পেয়ে উদ্যোক্তারা খুবই সন্তুষ্ট বোধ করেছেন। আগামীর জন্য আমাদের শুভকামনা সাথে রইলো। এমন উদ্যোগ বারে বারে ফিরে আসুক।

গত ২১শে মে সন্ধ্যায় 'দিল্লি প্রবাসীর বর্তমান জীবনে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক এক মনোজ্ঞ সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে চিত্তরঞ্জন পার্ক বঙ্গীয় সমাজের লাইব্রেরি হলে। সভাপতি ব্যোমকেশ বসু মহাশয়ের বক্তব্য দিয়ে সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানের শুভসূচনা হয়। রাজধানী দিল্লি সংলগ্ন গুরুগ্রামের সুপরিচিত আনন্দধারা গোষ্ঠী রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন। নজরুলগীতি গেয়ে শোনান শুভ্রা মাইতি। দিল্লির তিন বাচিক শিল্পী যথাক্রমে প্রিসিলা চট্টরাজ, মুনমুন ভট্টাচার্য এবং সুতপা ঘোষ দস্তিদারের একান্ত প্রচেষ্টায় নবগঠিত 'ত্রিজাতা' গ্রুপ, আবৃত্তি পরিবেশন করে মুগ্ধ করেন উপস্থিত সকলকে। নজরুল গীতির উপর বক্তব্য এবং চমৎকার প্রদর্শন রাখেন শ্রী নবারুণ ভট্টাচার্য্য। বঙ্গীয় সমাজের সাধারণ সম্পাদক, গৌতম মাধব ভট্টাচার্য মহাশয়ের সমাপ্তি ভাষণের পূর্বে শীর্ষক অনুষ্ঠানের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রী সমৃদ্ধ দত্ত, অধ্যাপিকা শ্রীমতী শাশ্বতী গাঙ্গুলী, শ্রী কালীপদ চক্রবর্ত্তী, শ্রী স্নেহাংশু সমাজদার, শ্রী দিলীপ বসু, শ্রী সুব্রত ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। আয়োজকের তরফ থেকে, উপস্থিত সকলকে মিষ্টিমুখ করিয়ে অনুষ্ঠানের মধুরেন সমাপয়েৎ ঘটে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি দক্ষ সঞ্চালনা করেছিলেন শ্রী নীলাশিস ঘোষদস্তিদার।

গত ২১শে মে, মাতৃমন্দির সমিতি পরিচালিত রবিবারের বঙ্গ সংস্কৃতির আসরে

"ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি" মাতৃমন্দির লাইব্রেরী হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আসরের প্রথা অনুযায়ী 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটি গেয়ে আসর শুরু করা হয়। আসরে উপস্থিত সকলেই এই গানটিতে কণ্ঠ মেলান। অনুষ্ঠানের শুরুতে মন্দিরের আজীবন সদস্য স্বর্গীয় রজত বন্দ্যোপাধ্যয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে দু'মিনিট নীরবতা পালন করে তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করা হয়। প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রাণের কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন পালন মুখ্য বিষয় হলেও, অন্যান্য নিয়মিত বিষয়ও ছিল। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ মন্ডল, ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার কথা এবং তিনটি গান শোনান। এছাড়াও গান শোনান শ্রীমতী সঙ্ঘমিত্রা ভট্টাচার্য, ভাস্বতী গঙ্গোপাধ্যায় দাস (অধ্যাপিকা JNU), কলকাতা থেকে আগত বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীমতী মাম চক্রবর্তী তাঁর গানে আমাদের মোহিত করেন। অপূর্ব দুটি নজরুলগীতি শোনান বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম থেকে আসা দিল্লি আইআইটিতে গবেষণারত ছাত্র সৌম্য চৌধুরী এবং ভাইরোলজিষ্ট ডাঃ পার্থ রায়। প্রতিবারের মতই আবৃত্তিতে মুগ্ধ করেন শ্রী তপন কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রী তপন কুমার দে, শ্রীমতী গোপা বসু এবং শ্রী দীপেন্দ্রনাথ দাস (Pro V.C. JNU)। আসরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে প্রত্যেক মাসে যে সকল বিশিষ্ট বাঙালি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের কথা স্মরণ করে তাঁদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। এ মাসে, কিংবদন্তী শিল্পী রামকিঙ্কর বেজ সম্পর্কে আমাদের বলেন অধ্যাপক অঞ্জন রায় (আইআইটি, দিল্লি)। এর সঙ্গে অবশ্যই ছিলেন আমাদের শ্রোতারা যাঁদের উপস্থিতি আসরকে সম্পূর্ণতা দান করে। এমাসে যাঁদের জন্মদিন ছিল আসরের পক্ষ থেকে একটি লাল গোলাপ দিয়ে তাঁদের দীর্ঘ সুস্থ জীবন কামনা করা হয়। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটিতে তবলায় সঙ্গত করেন শ্রী সুদীপ মুখোপাধ্যায়। সমবেত কণ্ঠে 'মোদের গরব মোদের আশা' গানটি গেয়ে আসরের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

গত ২৭শে মে, গুরুগ্রামের সোহনা এলাকায়, আরাবল্লী বেঙ্গলি কালচারাল সোসাইটির উদ্যোগে, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষ্যে একটা জমজমাট সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছিল। গতবছর থেকে কিছু সমমনস্ক বাঙালি ব্যক্তির একান্ত প্রচেষ্টায় এই উদ্যোগের সূত্রপাত ঘটে। এদিনের অনুষ্ঠানের ক্লাবের মহিলা সদস্যরা, সমবেত নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের মূল সুরটি বেঁধে দেন। অনন্য এই পরিবেশনার পর, প্রায় সবরকম বয়সী সংস্কৃতিপ্রেমী শিল্পীর পরিবেশনে, একে একে গানে, কবিতায় ভরে উঠেছিলো কমিউনিটি হল প্রাঙ্গণ। কাণায় কাণায়

পূর্ণ দর্শকাসন দেখে শিল্পীরা আরও উজাড় করে দেন নিজেদের। উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে তথাগত সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, বহু গুণীজন সমারোহে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উদযাপন তাঁদের কাছে স্মরণীয় হয়ে রইলো। দিল্লির বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে এই শুভ উদ্যোগকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হলো।

গত ২৭শে মে সন্ধ্যায় গ্রেটার নয়ডা কালীবাড়ির শারদীয়া সাংস্কৃতিক সমিতির (GNSSS) পক্ষ থেকে "রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা" পালন করা হয়েছে। এইদিন সকালে, শিশুদের নিয়ে আঁকার প্রতিযোগিতা দিয়ে শুরু হয়েছিলো। সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে, কবিগুরু ও নজরুলকে স্মরণ করে শিশুদের নাচ, গান, আবৃত্তি পাঠের পর, রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের লোকআঙ্গিক গান গেয়ে শোনান ঝিলিক মোদক। আগমনী মিউজিক ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে ঋতু অঙ্গের গান পরিবেশন এবং বিদিশা ও দেবস্মিতার নৃত্য উপস্থিত সকলকে মোহিত করে। গ্রেটার নয়ডা তথা রাজধানী দিল্লি সংলগ্ন এলাকার সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষকে এত সুন্দর একটা সন্ধ্যা উপহার দেওয়ার জন্য, সংস্থার প্রেসিডেন্ট কার্তিক কর্মকার এবং জেনারেল সেক্রেটারি মনীন্দ্র মন্ডল মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানানো হলো।

গত ২৮শে মে, সেক্টর ১১৯ নয়ডার গৌর গ্র্যান্ডিউর বল রুমে, 'সাধনা' শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল রাজধানী দিল্লির সুপরিচিত নৃত্য গোষ্ঠী মনসিজা। উক্ত অনুষ্ঠানে অনির্বান ভট্টাচার্য্য এবং ওনার ছাত্রবৃন্দের হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিবেশনের পর বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী অয়না মুখার্জী কুচিপুড়ি নৃত্য পরিবেশন করেন। এরপর বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী অরুনিমা ঘোষ এবং ওনার সুযোগ্য শিষ্যরা পরিবেশন করেন ওড়িশি নৃত্য। শাস্ত্রীয় নৃত্যের সমসাময়িক পদ্ধতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন শুভজিৎ দাস।

গত ২৮শে মে, দক্ষিণ দিল্লী কালীবাড়িতে, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়েছে। রাজধানী শহরে, যেখানে প্রায় সমস্ত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী রবীন্দ্র জয়ন্তী অথবা রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা উদযাপন করে থাকেন, সেখানে দায়িত্ব নিয়ে শুধুমাত্র নজরুল জন্মজয়ন্তী পালন করার জন্য অবশ্যই সাধুবাদ জানাই।

গত ২৮শে মে, সকালে প্রতিবারের মত দিল্লির ব্রাহ্ম সমাজের আয়োজনে, উপাসনা ও ব্রহ্মসঙ্গীতের মাধ্যমে, বাংলার নবজাগরণের দুই প্রবাদপ্রতিম মনীষী

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রাজা রামমোহন রায়-এর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে জন্মজয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়েছে। এইদিন উপাসনায় অংশগ্রহণ করেন শ্রী অরূপ দাস। উপাসনার শুরুতে বেদগান পরিবেশন করেন মহুয়া প্রামাণিক। সেদিনের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং রামমোহন রায়ের রচিত গান নিয়ে "আনন্দধারা গুরুগ্রাম" সমবেত সঙ্গীত এবং কর্ণধার শ্রীমতী মহুয়া প্রামাণিক একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

গত ২৮শে মে সন্ধ্যায় চিত্তরঞ্জন পার্কের বিপিন চন্দ্র পাল ভবনের প্রেক্ষাগৃহে, বাংলাদেশ হাইকমিশনের পক্ষ থেকে নববর্ষ, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে, এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠনের আয়োজন করা হয়েছিল। মাননীয় হাইকমিশনার মহোদয় তাঁর স্বাগত ভাষণে সকলের মনকে সিঞ্চন করে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা করেন। বাংলাদেশের বিখ্যাত নৃত্য শিল্পীর কয়েকটি দল, অসাধারণ নৃত্য পরিবেশন করে হলভর্তি দর্শকের মন জয় করে নেন। এরপর নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতাটি অপূর্ব ছন্দে পাঠ করে শোনান বাংলাদেশ হাইকমিশনের দিল্লি অফিসে কর্মরত এক আধিকারিক। বাংলাদেশের বিখ্যাত নজরুল সংগীত শিল্পী ইউসুফ আহমেদ খান তাঁর দক্ষ পরিবেশনায় আমাদের মুগ্ধতার আবেশে বেঁধে ফেলেন। এরপরেও চমক অপেক্ষা করেছিলো। বাংলাদেশের স্বনামধন্য রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী অদিতি মহসিন তাঁর সুললিত ছন্দে আমাদের মুগ্ধতায় ভরে তোলেন। ভারতবর্ষের রাজধানীর বুকে, বাংলাদেশ থেকে আগত একাধিক গুণী শিল্পীদের সমন্বয়ে এমন চমৎকার পরিবেশন, দিল্লির সংস্কৃতিপ্রেমী ব্যক্তিদের মননে, এক আলাদা বাতাবরণ সৃষ্টি করলো। এমন উদ্যোগ ফিরে আসুক বারে বারে।

রাজধানীর আগামী সাংস্কৃতিক সংবাদ

আগামী ৩রা জুন, শনিবার সন্ধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে, দিল্লির মহাবীর এনক্লেভ কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে রাজধানী দিল্লি সহ সন্নিহিত অঞ্চলের বহু বিশিষ্ট শিল্পী এবং সঙ্গীতের গ্রুপ রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি এবং আবৃত্তি পাঠে অংশ নেবেন। উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে সকল সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষকে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

আগামী ৩রা জুন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়, মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে রূপা কলা নিকেতনের বার্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। রূপা কলা নিকেতন-এর কর্ণধার, শ্রী পূর্ণেন্দু ঘোষ জানিয়েছেন, এই দিন সন্ধ্যায় দিল্লির সাংস্কৃতিক জগতে গুণী

মানুষের উপস্থিতিতে, সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীরা গান. আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করবেন।

আগামী ৪ঠা জুন, রবিবার দক্ষিণ দিল্লি কালীবাড়ির মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজার আয়োজন করা হয়েছে। সকালে মঙ্গল আরতি, পূজার্চনা, পুষ্পাঞ্জলি ও হোমাদির পর ভোগ বিতরণ অনুষ্ঠান হবে। সন্ধ্যারতির পর, ননী গোপাল দাস ও সম্প্রদায় দ্বারা নাম সংকীর্তন পরিবেশিত হবে।

আগামী ৪ঠা জুন, সকাল দশটায় নয়ডা সেক্টর ১৯ সংলগ্ন সনাতন ধর্ম মন্দির প্রাঙ্গনে, পূর্ব দিগন্ত ফাউন্ডেশন এবং সেবা ভারতী স্কুলের উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের অনুষ্ঠান পালিত হবে। আর্থিক ভাবে দুর্বল শ্রেণীর প্রায় দেড়শো ছাত্রছাত্রী এই অনুষ্ঠানে হাজির থাকবে। চার ধরণের ভিন্ন ধর্মী বিষয়ের উপর অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। সমস্ত বিভাগ মিলিয়ে প্রায় ১৫টি বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসাবে গাজিয়াবাদের প্রজেক্ট ডাইরেক্টর শ্রী প্রদীপ দীক্ষিত এবং সম্মানীয় অতিথি হিসাবে গাজিয়াবাদের ARTO শ্রী রাঘবেন্দ্র প্রতাপ সিং এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

আগামী ৪ঠা জুন, চিত্তরঞ্জন পার্কের বিপিন চন্দ্র পাল অডিটোরিয়ামে রাজধানী শহরের বিশিষ্ট নাট্যদল যাপনচিত্র, তাঁদের দ্বিতীয় নাট্য উৎসবের আয়োজন করতে চলেছে। এদিন সন্ধ্যায় দুটি একাঙ্ক নাটক মঞ্চস্থ হবে। যাপনচিত্র পরিবেশন করবে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের গল্প অবলম্বনে নাটক 'ডালিম'। এরপর সঙ্গীত নাটক পুরস্কারে ভূষিতা প্রিয়াঙ্কা শর্মার নির্দেশনায় Silly Souls Foundation উপস্থাপন করবেন, একটা মনোজ্ঞ হিন্দি নাটক The Advertisement : A Play.

আগামী ১০ই জুন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায়, বেঙ্গল ওয়েলফেয়ার এন্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন (BWCA)-এর উদ্যোগে দিল্লির মহারাজা অগ্রসেন কলেজের কাছে, বসুন্ধরা কালীবাড়িতে রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী উৎসব পালন করা হবে। সকল সংস্কৃতিপ্রেমী ব্যক্তিদের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

আগামী ১১ই জুন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায়, ইমপ্রেসারিও ইন্ডিয়ার বিশেষ উদ্যোগে, ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারের সিডি দেশমুখ অডিটোরিয়ামে, দিল্লির অন্যতম থিয়েটার গ্রুপ "প্রারম্ভ" প্রযোজিত, পুরস্কার বিজয়ী "দ্য ফাদার" নাটকটির পুনঃ প্রদর্শন হতে চলেছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, রাজধানী শহরের সুপরিচিত নাট্য ব্যক্তিত্ব রবিশঙ্কর কর, এই নাটকটি রচনা ও নির্দেশনা করেছেন।

আগামী ১১ই জুন সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায়, সুরআলাপ গ্লোবাল মিউজিক কনসার্টস বিভিন্ন ঘরানার বাংলা গানের সংমিশ্রণে একটা 'সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা' আয়োজন করতে চলেছে। এই সান্ধ্যকালীন আসরটি ফরিদাবাদের গ্রীণ ফিল্ডস্ কলোনীর লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দিরে অনুষ্ঠিত হবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য, বিজ্ঞাপন হেতু প্রকাশিত পোস্টারটি দেখতে পারেন।

আগামী ১৮ই জুন, চিত্তরঞ্জন পার্কের পার্কের বিপিন চন্দ্র পাল অডিটোরিয়ামে রাজধানী শহরের বিশিষ্ট নাট্যদল যাপনচিত্র, তাঁদের তৃতীয় নাট্য উৎসবের আয়োজন করতে চলেছে। উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর গল্প অবলম্বনে অচিন্ত্য চৌধুরীর রচনা ও নির্দেশনায় শুরু হয় 'দেবশিশু' একাঙ্ক নাটকের পথচলা। ১৯৮৫ সালে উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর নির্দেশনায় হিন্দী ভাষায় নির্মিত হয় দেবশিশু চলচ্চিত্র। মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন স্মিতা পাটিল ও ওম পুরী। এই দিন সন্ধ্যায়, চিত্তরঞ্জন পার্কের বি সি পাল অডিটোরিয়ামে, যাপনচিত্র প্রযোজিত চিত্রকর নাটকটি পরিবেশনের পাশাপাশি সুপরিচিত থিয়েটার গ্রুপ দ্বন্দিক তাদের কালজয়ী নাটক দেবশিশু, দিল্লির দর্শকদের সামনে প্রথমবার উপস্থাপিত করতে চলেছে।

একটি বিশেষ আবেদন

দিল্লি এবং সন্নিহিত অঞ্চল জুড়ে বহমান সাংস্কৃতিক সংবাদ, সঠিক সময়ে আমাদের সংগ্রহে না থাকায়, আমাদের সবার কাছে তুলে ধরা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই আপনাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, যদি আপনারা নিজ নিজ এলাকার সাংস্কৃতিক সংবাদ, প্রত্যেক মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে সযত্নে পাঠিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন, তাহলে আমরা আমাদের 'অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ' নামক এই মাসিক ক্ষুদ্রপত্রিকার মাধ্যমে যাবতীয় তথ্য যথাসম্ভব প্রকাশ করে দিল্লি এবং সন্নিহিত অঞ্চলে বসবাসকারী বাঙালিদের কাছে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হবো। আপনারা এই সমস্ত যাবতীয় সংবাদ, বাংলা, হিন্দি এবং ইংরাজি এই তিনটির যেকোনো ভাষায় আমাদের কাছে ই-মেল করে (associationsangbad@gmail.com) অথবা হোয়াটস্যাপ মাধ্যমেও (রাজা চট্টোপাধ্যায় 9810484734) পাঠাতে পারেন।

আশাকরি, আপনাদের সকল সদস্যগণ এবং দিল্লি-সংলগ্ন এলাকার, সমস্ত সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি এবং সমাজসেবামূলক বিভিন্ন বাঙালি সংগঠন,আমাদের এই লক্ষ্যপূরণে তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

Bengal Association

Reg. No.: S. 1295 of 1958 - 1959

Sanjeev Sanyal
Patron-in-Chief
Member of PM's Economic Advisory Council, Government of India

Tapan Roy
President

Prodip Ganguly
General Secretary

MUKTADHARA
Banga Sanskriti Bhawan
18-19, Bhai Veer Singh Marg,
Gole Market, New Delhi-110001
Ph. : 011-23344808, 23746315
E-mail : bengalassociation1819@gmail.com
Website : www.bengalassociation.com

NOTICE

In pursuance of Rule – 9 of the Memorandum of Association & Rules of Bengal Association, notice is hereby given for holding The Annual General Body Meeting, on Sunday, the 18th of June,2023 at 11.00 AM at Muktodhara Auditorium, Banga Sanskriti Bhavan, 18-19, Bhai Veer Marg, Near Gole Market, New Delhi-110001, to transact the following agenda of business :

AGENDA

i) Welcome address by the President.
ii) Confirmation of the minutes of the last Annual General Body Meeting held on Sunday, the 19th of June,2022.
iii) Consideration and adoption of General secretary's report on the progress and achievements of the Association.
iv) Consideration and adoption of the audited Statement of Accounts for the year 2022-2023 and Auditor's Report thereon.
v) Any other matter with the permission of the Chair.

You are requested to make it convenient to attend the meeting in time.

(Prodip Ganguly)
General Secretary

Dated : 28th May,2023

i) Copies of the General Secretary's Report for the year 2022-2023 and Audited Statement of Accounts for the year 2022-2023 will be available during the AGM and a copy will also be available at Association's office.
ii) If the quorum is not completed by the scheduled time, the meeting shall be adjourned for fifteen minutes and thereafter reassemble to conduct the business as per Agenda items.

(Prodip Ganguly)
General Secretary

C.C.
1. The Registrar of Societies, New Delhi.
2. The Sub- Divisional Magistrate, New Delhi.

RUPA KALA NIKETAN

A Music Academy

Regn. No. - 1202/2018

Vocal music: **Indian Classical** & **Rabindra Sangeet**

Dance: **Kathak**

Instrumental: **Tabla** & **Keyboard**

Examination from Prayag Sangeet Samiti

Classes at: C & J Block, Dilshad Colony, Delhi-110095; Contact: 9810310454; 9619777059; 8860400410

বিজ্ঞাপন

SurAlaap
ONLINE MUSICAL CONCERTS

সুরালাপ গ্লোবাল মিউসিক কনসার্ট

SurAlaap Global Music Concerts

নিবেদিত

Presents

বাংলা গানের বিভিন্ন ধারা নিয়ে অনুষ্ঠান

Cultural Program on various aspects of bengali music and culture

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

CULTURAL EVENING

১১ জুন ২০২৩/২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০,রবিবার

শ্রী লক্ষীনারায়ণ মন্দির হল, গেট নম্বর ১,
গ্রিনফিল্ড কলোনী, ফরিদাবাদ

Date: 11 June 2023, 6 P.M. Onwards

SRI LAKSHMI NARAYAN MANDIR HALL, FIRST FLR,
GREENFIELDS COLONY, FARIDABAD, NEAR GATE NO.1

For more information, contact: 9899939732

অঙ্কুর ankur

মদনপুর খাদার অঞ্চলে প্রান্তিক শিশুদের জন্য
বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের স্কুল 'অঙ্কুর'।
স্কুলটির জন্য সাহায্য করতে এগিয়ে আসুন।
নিচে QR Code স্ক্যান করে মুক্তহস্তে দান করুন।

A GENEROUS STEP TOWARDS THE GROWTH OF EDUCATION, PLEASE JOIN HANDS WITH US AND DONATE FOR **'ANKUR'** OUR PRIMARY SCHOOL AT MADANPUR KHADAR FOR THE UNDERPRIVILEGED. OUR SUPPORT TODAY, CAN GIVE THEM WINGS TO REACH THE SKY TOMMORROW !

Paytm Accepted Here

PLEASE SCAN THE QR CODE IF YOU WISH TO CONTRIBUTE FOR THIS NOBLE CAUSE. IN ORDER TO OBTAIN A RECEIPT PLEASE SHOW THE SCREEN SHOT OF THE TRANSACTION AT BENBAL ASSOCIATION MUKTADHARA OFFICE.

FOR FURTHER INFORMATION
CONTACT: 73034 54989

REGISTRATION No. 1295
of 1958-1959 UNDER SECTION 80G.
PAN: AAAAB0105G

BENGAL ASSOCIATION
NEW DELHI
আপনি কি বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের
সদস্য হতে চান?
অথবা সদস্যতা নেবার পর
ঠিকানা বা ফোন নং পরিবর্তিত হয়েছে?
যোগাযোগ করুন
বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে
ফোন নংঃ
+91 7303400554
ইমেলঃ
bengalassociation1819@gmail.com
www.bengalassociation.com

RINI MUKHERJEE FOUNDATION
in Association with
BENGAL ASSOCIATION
NEW DELHI
PRESENTS
আনন্দধারা
Anandadhara
A MESMERISING AND
STAR STUDDED MUSICAL EVENING WITH
DANCE PERFORMANCES
BY LE RYTHME SCHOOL
PERFORMANCE BY SMT. SOHINI ROYCHOWDHURY
RABINDRA SANGEET & MODERN BENGALI SONGS BY
SMT. SISPIYA BANERJEE & SHRI ARITRA DASGUPTA
ACCOMPANIED BY
Smt. Paromita Mukherjee
Sh. Abhishek Mishra
Sh. Aniruddh Chowdhury
Sh. Ashim Das
Sh. Amaresh Chakravorty
18th June 2023 (Sunday) at 5 PM onwards
CD Deshmukh Auditorium, India International Centre (IIC).
PROGRAMME
HIGH TEA
FOLLOWED BY LIGHTING OF LAMP BY
THE CHIEF GUESTS AND OTHER GUESTS OF HONOUR
FOLLOWED BY CULTURAL PROGRAMME
ENTRY BY INVITATION ONLY ON FIRST COME FIRST SERVE BASIS

মুক্তধারা
বুক শপ
রাজধানী দিল্লিতে বাংলা বইয়ের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রাপ্তিস্থান
বঙ্গ সংস্কৃতি ভবন, ১৮-১৯ ভাই বীরসিং মার্গ, গোল মার্কেট, নিউ দিল্লী

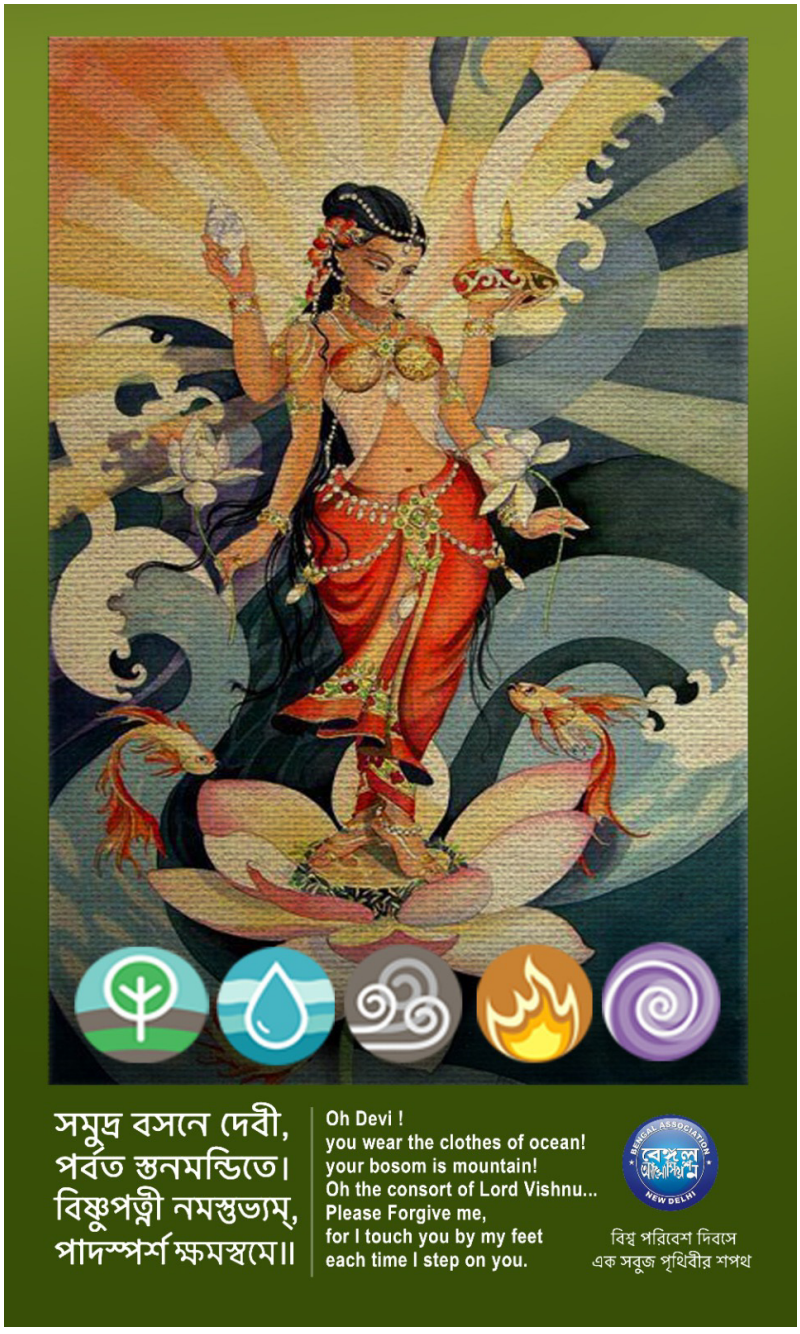

সমুদ্র বসনে দেবী,
পর্বত স্তনমন্ডিতে।
বিষ্ণুপত্নী নমস্তুভ্যম্,
পাদস্পর্শ ক্ষমস্বমে॥

Oh Devi !
you wear the clothes of ocean!
your bosom is mountain!
Oh the consort of Lord Vishnu...
Please Forgive me,
for I touch you by my feet
each time I step on you.

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে
এক সবুজ পৃথিবীর শপথ

Editor and Publisher Shri Prodip Ganguly
Published on behalf of Bengal Association, New Delhi.
Designed & Composed by Roma Chakraborty, C.R. Park, 9213134487